দৈনিক বাংলা

62

তারিখ 28 MAY 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সশস্ত্র ঝটিকা অভিযান

ছাত্রলীগের থার্ড ওয়ার্ল্ড গ্রুপের জহুরুল হক হলে অভ্যুত্থান

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : "থার্ড ওয়ার্ল্ড গ্রুপ" নামে পরিচিত ছাত্রলীগের (ম-ই) একটি উপদল বুধবার দুপুরে ঝটিকা অভিযান চালিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল দখল করে নিয়েছে।

বিশ পঁচিশ জন সশস্ত্র তরুণের নেতৃত্বে এই অভিযান সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি গুরুতর মোড় নেয় এবং চারিদিকে দ্রুত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন দিক থেকে বিক্ষিপ্তভাবে গুলিবর্ষণের শব্দ শোনা যায়।

জহুরুল হক হল দখলকারী অস্ত্রধারীদের উচ্ছেদের দাবীতে ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভরত ছাত্রলী (ম-ই) কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পুলিশের লাঠিচার্জে কয়েকজন আহত হয়।

সন্ধ্যায় জরুরীভাবে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রলীগ (ম-ই)

ছাত্রলীগের থার্ড ওয়ার্ল্ড গ্রুপের জহুরুল হক হলে অভ্যুত্থান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নেতৃবৃন্দ জানান, বাদল হত্যার অভিযোগে সংগঠন থেকে বহিস্কৃত জাহাঙ্গীর-মাসুম চক্রের নেতৃত্বে এই 'অভ্যুত্থান' সংঘটিত হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বুধবার দুপুর পৌনে বারটায় পাঁচটি স্কুটারে চেপে প্রায় ২০ জন অস্ত্রধারী পেছনের গেট দিয়ে ঝড়ের গতিতে জহুরুল হক হলে প্রবেশ করে এবং হলটি দখল করে নেয়। ছাত্রলীগের (ম-ই) শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত হলটি দখল করতে তারা কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। হল গেটে পাহারারত বিপক্ষ গ্রুপের ছাত্রলীগ কর্মীরা দ্রুত সামনের গেট দিয়ে পালিয়ে যায়। এসময় অপরাজেয় বাংলার সামনে ছাত্রলীগ (ম-ই) এর পূর্বঘোষিত সমাবেশ চলছিল। সমাবেশ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জহুরুল হক হল বেদখল হওয়ার খবর এসে পৌঁছায় এবং ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্মীরা জহুরুল হক হল পুনঃ দখলের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলে সংঘর্ষের আশংকায় ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

দুপুর তিনটায় ছাত্রলীগের (ম-ই) একটি বিক্ষোভ মিছিল ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবনের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ছাত্রলীগ (ম-ই) নেতৃবৃন্দ ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার সঙ্গে দেখা করে জহুরুল হক হলে পুলিশী অভিযান চালিয়ে সন্ত্রাসীদের দখল থেকে হলটি মুক্ত করার দাবী জানান। এ সময় বাইরে অবস্থানরত ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্মীরা ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবনে প্রবেশে করতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। ছাত্ররা পুলিশের দিকে ইটপাটকেল ছুঁড়লে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশ বিক্ষোভ থামাতে লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ারগ্যাস ছোঁড়ে। লাঠিচার্জে আহত হন জগন্নাথ হল ছাত্রসংসদের ভিপি সুভাষ সিংহ রায় সহ পাঁচজন ছাত্রলীগ কর্মী।

জহুরুল হক হল অস্ত্রধারীরা দখল করে নেয়ার পর থেকেই সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে গুলিবর্ষণের শব্দ শোনা যায়। হলে অবস্থানকারী কয়েকজন আবাসিক ছাত্র জানান, জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদের জিএস মাসুম আহমদের নেতৃত্বে এই 'রক্তপাতহীন অভ্যুত্থান" সংঘটিত হয়। মাসুম সম্প্রতি জেল থেকে ছাড়া পান। গত ৯ জানুয়ারি মনিরুজ্জামান বাদল হত্যাকাণ্ডের পর "থার্ড ওয়ার্ল্ড গ্রুপ" ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হয়।

বিদ্রোহী আওয়ামী লীগ নেতা মোস্তফা মহসীন মন্টুর সমর্থনপুষ্ট "থার্ড ওয়ার্ল্ড গ্রুপ" দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ও চেষ্টার পর গতকাল জহুরুল হক হল দখল করতে সক্ষম হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মাসুম আহমেদ হল দখলের পর হল গেটে এক সমাবেশে বক্তৃতা দেন সাধারণ ছাত্রদের উদ্দেশে প্রদত্ত বক্তৃতায় মাসুম হলে 'বহিরাগতদের' প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং সাধারণ ছাত্রদের হলে নির্ভয়ে অবস্থান করার পরামর্শ দেন।

মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত তরুণরা জহুরুল হক হলের দুপাশের গেট এবং ছাদে পাহারা দিচ্ছে বলে প্রত্যক্ষাদর্শীরা জানান।

এদিকে ছাত্রলীগের (ম-ই) নিয়ন্ত্রণাধীন অপর দুটি হলেও অস্ত্রধারীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জগন্নাথ হল ও সলিমুল্লাহ হলের গেটে সশস্ত্র তরুণরা প্রতিপক্ষের হামলার আশংকায় পাহারা দিচ্ছে। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ ও থমথমে।

ছাত্রলীগের (ম-ই) সাংবাদিক সম্মেলন

ছাত্রলীগ (ম-ই) নেতৃবৃন্দ জহুরুল হক হল থেকে অবিলম্বে 'মাসুম-জাহাঙ্গীর' চক্রকে উচ্ছেদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ প্রশাসনের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। অন্যথায় উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকার দায়ী থাকবেন বলে তাঁরা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে জরুরী ভিত্তিতে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রলীগ (ম-ই) নেতৃবৃন্দ জানান, বাদল হত্যার অভিযোগে সংগঠন থেকে বহিস্কৃত জাহাঙ্গীর-মাসুম চক্র দুপুর বারটায় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জহুরুল হক হল দখল করে নেয়। পুলিশ এই অভিযানের সময় নিষ্ক্রিয় ছিল বলে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও ঘটনার পর থেকে রহস্যময় ভূমিকা পালন করছে বলে তারা জানান।

ছাত্রলীগ (ম-ই) সভাপতি মইনুদ্দিন হাসান চৌধুরী সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনান। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি খিজির হায়াত লিজু ও সাধারণ সম্পাদক পংকজ নাথ।

মইনুদ্দিন হাসান বলেন, জাহাঙ্গীর-মাসুম চক্র জহুরুল হক হল দখল করে নেয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী কারো জীবনই নিরাপদ নয়। তিনি অভিযোগ করেন যে, অস্ত্রধারীদের কবল থেকে জহুরুল হক হলকে মুক্ত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ প্রশাসনকে বার বার অনুরোধ জানিয়েও কোন ফল হয়নি।

ছাত্রলীগ (ম-ই) জহুরুল হক হলে 'মাসুম-জহাঙ্গীর' চক্রের অবৈধ অবস্থান ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে আজ সকাল দশটায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ করবে। সমাবেশ শেষে ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে স্মারকলিপি দেয়া হবে।